স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ

কাজী নজরুল ইসলাম

[১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

আজকের ঈদ-সম্মেলনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচিত করে গৌরব দান করেছেন, এজন্য আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদিগকগে 'ঈদমোবারক হো' বলে প্রথমেই অভিনন্দিত করছি। ঈদের উৎসব আনন্দের উৎসব, ত্যাগের উৎসব। আল্লার রাহে সব কিছু কোরবানি করার ইঙ্গিতই এই উৎসব বয়ে এনেছে। কোরআনের ছুরা বকরায় এই কোরবানির কথা রয়েছে এবং ছুরা নূরের ভিতর উল্লেখিত জয়তুন ও রওগণের যে সব কথা রয়েছে, তার অর্থ সকলকে আমি অনুধাবণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কোরআনে বলা হয়েছে,আল্লার নামে সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ কোরবানি করতে হবে। একটা গরু কোরবানি করেই সবকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আল্লাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

সকল ঐশ্বর্য সকল বিভূতি আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভান্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এই নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে - এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোন ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি। ঈদের শিক্ষার ইহাই সত্যিকার অর্থ।

আজ মুশায়েরার সম্মেলন। কবি ও সাহিত্যিকদের আজ সমাবেশ হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিক, সুরশিল্পী মানুষের আনন্দলোকের, সৌন্দর্যলোকের বাণী বয়ে আনে। এজন্য সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীরা মানব-সভ্যতার গৌরব। আনন্দ ও সৌন্দর্য তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। মানুষ অন্নের জন্য ক্ষুধা অনুভব করে, তেমনি করে সৌন্দর্য-পিপাসাকে অনুভব। মানুষের এই সৌন্দর্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের সৃষ্টি, কবির জন্ম। মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্য পরিবেশন করার জন্যই কবিরা এসে থাকেন। জল কমল ফুটায়; জল না থাকলে কমল ফুটত কি? অকবির সৌন্দর্য-ক্ষুধা মিটাবার জন্যই কবির আগমন। সকল মানুষের আটপৌরে জীবনের সাথে চলে এই সৌন্দর্য-জীবনের দাবি। আমি একদিন একজন লোককে বাজার থেকে ফিরে আসবার সময় লক্ষ্য করলাম তার এক হাতে মুরগি ও আর এক হাতে রজনীগন্ধা ফুল। আমি তাকে আদর জানিয়ে বললাম, এমন Fair and Fowl (foul)-এর সমাবেশ একত্রে কোথাও দেখিনি!

এই সৌন্দর্যের, অমৃত পরিবেশনের ভার কবি ও সাহিত্যিকদের হাতে। এ পথে সাহিত্যিকদের হয়তো দুঃখ-কষ্ট আছে অনেক, কিন্তু তাদের ভীতু হলে চলবে না। মানুষ ক্ষুধার অন্ন মিটিয়েই অবকাশ পায় না। ধান গাছ জন্মিয়ে মানুষ মাঠের পর মাঠকে অরণ্য করে তোলে, কিন্তু গোলাপের চাষের আয়োজন এদেশে করে ক'জন? আরও দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সৌন্দর্যের পিপাসা কম। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগকে ভোগ করতে হয় জীবনে। এজন্য বিচলিত হলে চলবে না। দুঃখের আঘাতকে আনন্দের আহ্বানের মতই বরণ করে নিতে হবে। কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি যেন শতদল। তার এক একটি দল জন্ম নিয়েছে এই দুঃখ-বেদনার আঘাত পেয়ে।

আমার আজ বেশ মনে পড়ছে - একদিন আমার জীবনে এই মহানুভূতির কথা। আমার ছেলে মরেছে, আমার মন তীব্র পুত্র-শোকে যখন ভেঙে পড়ছে, ঠিক সেদিন সে সময়ে আমার বাড়িতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণ ভরে সেই হাস্নাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম। এভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হবে - এই-ই হল পূর্ণ জীবন। এই জীবনের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে চেয়েছি। আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি - এসব তারই প্রকাশ। আমার কাব্য ও গান বড় হয়েছে কি ছোট হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই - আমি জীবনকে উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে। দুঃখকে বিপদকে আমি দেখে ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্স্ট বয়। হেডমাস্টারের বড় আশা ছিল - আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্ত এ সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলুম, এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে। চাঁটগায়ে গিয়েছি - সমুদ্র দেখেছি - তাতে ঝাঁপ দিয়ে জীবনকে করেছি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ। একদিন একজন পুলিশ আমার মাথার সম্মুখে পিস্তল উঠিয়ে বললে, ''তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারি।'' আমি বললাম, ''বন্ধু, মৃত্যুকেই তো আমি চিরদিন খুঁজে বেড়াই।''

তরুণদের কাছে আমি চাই - তার যেন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে অগ্রসর হয়। আজ আমার সম্মুখে যে তরুণ সমাজকে দেখছি, তাতে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছে। তারা যেন জরায় আবৃত। জীবনের উজ্জ্বলতা ও প্রাণৈশ্বর্য আজ তাদের মধ্যে দেখতে পাই না। দু'কূলপ্লাবী জীবন ও যৌবনের জোয়ার তাদের জীবনে আসুক এটাই আজ তাদের নিকট আমি চাই। সকল প্রকারের ভীরুতা হতে জীবনকে মুক্তি দিতে হবে। এই সৃষ্টির সকল কিছুকে বুঝতে হবে, জানতে হবে, এবং পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করতে হবে। এই জন্যই শ্রদ্ধা হয় এ-যুগের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি। তাঁরা চেয়েছেন সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করতে। কি দুর্জয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। সকল বিশ্বকে, সকল সৃস্টিকে জানব, বুঝব ও উপলব্ধি করব - এই আত্মবিশ্বাস আমাদের তরুণদের জীবনে রুপায়িত হোক। এই-ই আমরা চাই। জীবনের পাত্র আবর্জনা দিয়ে বোঝাই করে রেখেছি, এই আবর্জনা হতে আমাদের জীবনকে মহতের উপযুক্ত আধার করতে হবে। নদীতে নুড়ি থাকে, এক ফোঁটা জল সে পায় না। কারণ, অন্তর তার শূন্য নয়। এমন করে আমাদের অন্তর মুক্ত করে বৃহৎকে জীবনে বরণ করে আনতে হবে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকান্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাৎভূমিতেই জন্ম নিয়েছে, চন্দ্র-সুর্য-তারকার সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এ-জন্যই চাই সেই মুক্ত ও বিরাট জীবন।

সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবিতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না - রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবন যাপন করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হব না। এই স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ বাঙলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে দেখতে চাই। ইহাই শিক্ষা। এ শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলি। আমি আমার জীবনে এ-শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আত্মার অবমাননা কখনও করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দেইনি। ''বল বীর, চির উন্নত মম শির'' - এ গান আমি আমার এ-শিক্ষার অনুভূতি হতেই পেয়েছি। এই আজাদ-চিত্তের জন্ম আমি দেখতে চাই। ইসলামের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী - ইসলামের ইহাই মর্মকথা।

সৌজন্যেঃ নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৪-১১৬